যোগদানের ডাক

লোকবিদ্যা জন আন্দোলন - প্রথম আন্তর্জাতিক সম্মেলন

১২-১৪ নভেম্বর, ২০১১, বারাণসী, ভারত

বিদ্যা আশ্রম আপনাকে লোকবিদ্যা জন আন্দোলনের প্রথম আন্তর্জাতিক সম্মেলনে যোগ দিতে আহ্বান করছে। এই সম্মেলন ১২-১৪ নভেম্বর, ২০১১ তারিখে বিদ্যা আশ্রম, বারাণসী, সারনাথে হতে চলেছে। আরও খবরের জন্য www.vidyaashram.org ও http://lokvidyaandolon.blogspot.com দেখুন অথবা vidyaashram@gmail.com এ ইমেল করুন।

সামাজিক আন্দোলন ও বিদ্যার (বা জ্ঞানের) অবস্থান

ভারতে নিজের জমিজায়গা আর রুটিরুজি হারানোটাই সামাজিক আন্দোলনের সবচেয়ে বড় প্রশ্ন হয়ে দাড়িয়েছে। জোর করে জমি কেড়ে নেওয়ার বিরুদ্ধে আর ফসলের সঠিক দাম পাওয়ার জন্য চাষিদের আন্দোলন, আঞ্চলিক প্রাকৃতিক সম্পদে আঞ্চলিক অধিকার আর প্রকৃতি পরিবেশ দূষণের (বা ধ্বংশের) বিরুদ্ধে আদিবাসীদের আন্দোলন,নাগরিক ও সামাজিক সুযোগ সুবিধার জন্য বস্তিবাসীদের বিক্ষোভ, আর ক্রমাগত ছোট ছোট আঞ্চলিক বাজার ভেঙে দিয়ে বড় কোম্পানী ও আন্তর্জাতিক বাজারের প্রবেশের বিরুদ্ধে হকার ও কারিগর শিল্পীদের আন্দোলন -- এগুলি এখন , আলাদা আলাদা ভাবে চললেও বিতাড়ন ও উচ্ছেদের বিরুদ্ধে একটি সামগ্রিক আন্দোলনের চেহারা নিয়েছে। এইসব আন্দোলনের নেতারা শাসক গোষ্ঠীর সঙ্গে লড়াই করবার সঠিক রাস্তা খুজছেন।

এই সব লোকজন , বিতাড়নের শিকার হওয়া , তাদের গোষ্ঠীর কেউ কলেজে পড়েন নি, নিজেদের অর্জিত জ্ঞান ব্যবহার করে বেঁচে থাকেন। এই জ্ঞানকে বলে লোকবিদ্যা ,যা পুরুষানুক্রমে, সমসাময়িক গোষ্ঠীর লোকজনের কাছ থেকে, সমাজ থেকে , কাজের জায়গা থেকে, পরীক্ষা নিরীক্ষা করে অথবা নিজের চেষ্টায় পাওয়া যায়। বিতাড়ন ও উচ্ছেদ এদের জীবন এমনভাবে পাল্টে দেয় যে লোকবিদ্যা আর এদের কোনও কাজে লাগে না। এরা কেবল সস্তার মজুরগিরিই করতে পারেন। এদের জীবন থেকে লোকবিদ্যার এই বিভাজন যে কোনও উপায়ে রুখতে হবে। বাস্তবে লোকবিদ্যা, অর্থাৎ লোকের বিদ্যা, কাজের দক্ষতা, চিন্তাভাবনা, ভালোমন্দ বিচার, সাংগঠনিক ক্ষমতা, সংবেদনশীলতা, বা এক কথায় এদের জ্ঞানের সমষ্টি যা এদের জীবনের সঙ্গে জুড়ে রয়েছে, তা এদের ক্ষমতার মূল উৎস। আবার এই সমস্ত বিতাড়িত গোষ্ঠীর মধ্যে লোকবিদ্যা হল সাধারন ধর্ম। এটা বোঝা জরুরি যে আজকের দিনে মুক্তির পথ জ্ঞানের (বা বিদ্যার) পরিধির মধ্য দিয়ে যায়। তাই লোকবিদ্যার অবস্থান হল আজকের তথ্যপ্রযুক্তির যুগে সাধারন লোকের অবস্থান।

লোকবিদ্যা জ্ঞানের দাবী

সারা বিশ্ব জুড়ে কৃষিজীবি ও আদিবাসী সমাজ নতুন ভাবে নিজেদের প্রতিষ্ঠা করতে শুরু করেছেন। নিজেদের মত করে, নিজেদের ভাষায় তারা নিজেদের অর্জিত বিদ্যার সাহায্যে বেঁচে থাকার দাবী জানাচ্ছেন। সেই বিদ্যা তাদের একান্ত নিজস্ব। নিজেদের বিচারধারা, ন্যায়নীতি, বিশ্বাস প্রভৃতির সাহায্যে বেচে থাকা আর নিজেদের উপযোগী জ্ঞান অর্জন করবার অধিকার তাদের আছে। এশিয়া, আফ্রিকা, দক্ষিণ আমেরিকা সব জায়গায় নতুন ধরনের জাগরণ দেখা যাচ্ছে, যার থেকে নিপীড়িত ও বিতাড়িত জনদের এক নতুন সমন্বয়ের আশা দেখা দিচ্ছে -- যা তাদের সকলের চারপাশ বুঝে নেওয়ার মধ্যে, প্রকৃতির সঙ্গে তাদের সম্পর্কের সাধারন জ্ঞান, অর্থাৎ যা লোকবিদ্যার ভিত্তিতে স্থাপিত।

এর মানে হল কৃষিজীবি ও আদিবাসী, শিল্পী ও মহিলা, ফুটপাথের হকার ও শ্রমিক এদের লোকবিদ্যার উপর নিজেদের দাবী জানাতে হবে। এই দাবী কেবল বেঁচে থাকার দাবী নয়, এ এক নতুন জগৎ গড়ে তোলার দাবী। এই দাবী জানানো উচিৎ যে পুঁজি ও বিদ্যার বাণিজ্যিকরনের বিরুদ্ধে সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ আসতে পারে কেবল লোকবিদ্যা থেকেই। এই দাবীও জানানো উচিৎ যে সত্য ও সামাজিক আর আর্থিক সাম্যের উপর অবস্থিত এক সমাজ কেবল লোকবিদ্যার উপর ভিত্তি করেই তৈরি হতে পারে। আমাদের বুঝতে হবে যে যতদিন এই দাবী তোলা না হয়, ততদিন আমরা সামাজিক পরিবর্তন সম্বন্ধে নিজেদের পুরানো ধারণায় আবদ্ধ হয়ে থাকব, যা একেবারেই কাজের কথা নয়। লোকবিদ্যা জ্ঞানের এই দাবীর উপর ভিত্তি করে নতুন চিন্তাধারার জন্ম নিতে পারে এবং অর্থনীতি, সমাজ, রাজনীতি আর সংস্কৃতি সম্বন্ধে নতুন নতুন ধারণার উদ্ভব হতে পারে। এরকম দাবীর রূপরেখা দেওয়ার একটি রাস্তা হল লোকবিদ্যা জন আন্দোলন।

লোকবিদ্যা জন আন্দোলন

সারা বিশ্বজোড়া অর্থনৈতিক আর পরিবেশের সংকট আমাদের সেইসব চিন্তাধারা আর সংগঠনগুলিকে চিনিয়ে দিয়েছে যারা বহু লোকের মুখের খাবার কেড়ে নিয়ে অল্প কিছু লোককে ধনী করেছে আর পরিবেশকে ধ্বংশের দিকে ঠেলে দিয়েছে। লোকবিদ্যা জন আন্দোলন সেই বহুসংখ্যক লোকের জ্ঞানের আন্দোলন, আধুনিক রাষ্ট্রের বিশ্ববিদ্যালয় আর বিজ্ঞান প্রতিষ্ঠান যাদের মূর্খ বলে অভিহিত করে। পৃথিবীর বেশির ভাগ লোকই জানেন যে বিশ্ববিদ্যালয়ের বাইরেও অনেক শেখার জিনিস আছে। জ্ঞান (বা বিদ্যা) যে সমাজে বহুধা বিস্তৃত, এই ধারণাটিও বহুধা বিস্তৃত। অর্থাৎ লোকে জানেন, এবং জানেন যে তাঁরা জানেন। কিন্তু এইসব লোক বা তাদের বিদ্যার কোনও সম্মান বর্তমান সমাজে নেই। তাদের বিদ্যার কোনও দাম নেই সমাজে, তাই তারা গরীব। সকলের সামনে তাদের সম্মান দেওয়া হয় না, তাই এইসব লোকেরা সাংস্কৃতিকভাবে অন্ত্যজ। বিভিন্ন সামাজিক সংগঠনের সঙ্গে তাদের কোনও স্পষ্ট যোগ দেখা যায় না, তাই এইসব লোকের রাজনৈতিক দামও কিছু নেই। অতএব এমন রাজনৈতিক আন্দোলন দরকার যেখানে লোকে তাদের জ্ঞানের ভিত্তির উপর দাড়িয়ে সংগঠিত হতে পারেন। লোকবিদ্যা জন আন্দোলন হল এমন আন্দোলন।

এই সম্মেলন বিভিন্ন কৃষিজীবি ও কারুজীবি, আদিবাসী ও ছোট ব্যবসায়ী, মহিলা ও যুবকদের নিয়ে যারা আন্দোলন করেন, তাদের একটি বিদ্যার (বা জ্ঞানের)ভিত্তির উপর নিয়ে আসার জন্য। এই ভিত হল তাদের নিজেদের জ্ঞান, লোকবিদ্যা। এইরকম অবস্থান থেকেই ডাক দেওয়া যেতে পারে যে লোকবিদ্যাই হল সমাধানের পথ।

জ্ঞানের আন্দোলন পৃথিবীজুড়ে

পৃথিবীতে নতুন ধরনের আন্দোলন দেখা যাচ্ছে, নতুন চিন্তার সঙ্গে লোকবিদ্যার আন্দোলন। ভারতে লোকবিদ্যা, বলিভিয়ায় মা পৃথিবীর অধিকার, ইকুয়াডোরে প্রকৃতির অধিকার, আন্তর্জাতিক কৃষিজীবি আন্দোলন ভিয়া কাম্পেসিনোর খাদ্যের অধিকার, আর ইউরোপ আমেরিকায় বৌদ্ধিক পুজিবাদ ও জ্ঞানের মুক্তি আন্দোলন -- এগুলি রাজনৈতিক বিতর্কে এখনও পর্যন্ত না জানা পরিবর্তনের ইঙ্গিত। এই সমস্ত আন্দোলনেই দাবী করা হয় যে লোকে জানে, এবং তাদের সেই জানাটা কোনওমতেই বিজ্ঞানের নাম করে যা বাজারে ছাড়া হয় তার থেকে খারাপ কিছু নয়। এটাও এখন স্বীকৃত যে মানুষ ও প্রকৃতির উপর গত কয়েক শতক ধরে যে অন্যায় করা হয়েছে, আজকের নয়া সাম্রাজ্যে ডিজিটাল যুগে যা বহুগুণ বেড়ে গেছে, তা ঠিক করতে পারেন কেবল তারাই যারা পুরোপুরি আধুনিক শিক্ষার আওতার বাইরে আছেন।

লোকবিদ্যা জন আন্দোলনের বক্তব্য হল যে এই এবং এমন সব লড়াই একটি সমষ্টিগত বা সাধারন লড়াইয়ের মধ্যে পড়ে, যা পৃথিবীজুড়ে জ্ঞানের আন্দোলন গড়ে তুলছে, যা একইসঙ্গে লোকবিদ্যার আন্দোলন আবার সমাজে বিদ্যার আন্দোলন।

প্রথম আন্তর্জাতিক লোকবিদ্যা জন আন্দোলনের সম্মেলন

বিদ্যা আশ্রম, সারনাথ, বারাণসী, ভারত

নভেম্বর ১২-১৪, ২০১১

সম্মেলনের প্রথম দুই দিনে নিম্নলিখিত তিনটি বিষয়ের উপর আলোচনা হবে।

- লোকবিদ্যা ও লোকের বিদ্যার আন্দোলন
- যেসব লড়াই এই বিষয়ের জমি তৈরি করেছে, আর
- লোকবিদ্যা জন আন্দোলনের পদ্ধতি ও সংগঠন

তৃতীয় দিনে লোকবিদ্যা জন আন্দোলনে ভাষা, শিল্পকলা, মিডিয়া ও দর্শনের প্রভাব নিয়ে আলোচনা হবে। লোকবিদ্যা সম্বন্ধে যাঁরা পরিচিত নন, তাঁরা জ্ঞানের সামাজিক আন্দোলনের ধারণা ও রকম সম্পর্কে নিজেদের বক্তব্য রাখার অনেক সুযোগ পাবেন।

যাঁরা যোগ দিতে চান তাঁরা বারাণসী যাবার ব্যবস্থা নিজেরা করবেন। বিদ্যা আশ্রম ওখানে থাকবার বন্দোবস্ত করবে।
আরও জানবার জন্য এই ব্যক্তিদের সঙ্গে যোগাযোগ করুন:

সুনীল সহস্রবুদ্ধে	বারাণসী	budhey@gmail.com	+91-9839275124
অভিজিৎ মিত্র	হায়দ্রাবাদ	abichem@gmail.com	+91-9866406028
অশোক প্রসূন চট্টোপাধ্যায়	কল্যাণী	asoke.chattopadhyay@gmil.com	+91-9836156800

আশাকরি বারাণসীতে দেখা হবে।

বিদ্যা আশ্রম

সারনাথ, বারাণসী, ভারত

www.vidyaashram.org